স্বপ্নের সানুদেশ

মোশাররফ হোসেন খান

স্বপ্নের সানুদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বপ্নের সানুদেশ

মোশাররফ হোসেন খান

সমুদ্র প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

স্বপ্নের সানুদেশ
মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশনায়
সমুদ্র প্রকাশনী,ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২৭৪৭৫৭৯৯
প্রকাশকাল
বইমেলা
ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
প্রচ্ছদ প্রস্ফুটন
নাওশিন মুশতারী
বর্ণ বিন্যাস
নাহিদ জিবরান
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক
মুদ্রণ
প্রিন্ট মিডিয়া
ঢাকা
দাম
একশত টাকা

■

SOPNER SANUDESH
A Collection of poems Written by Mosharraf Hossain Khan and Published by Somuddro Prokashoni Dhaka Published on February 2009 Price Tk. 100.00

www.pathagar.com

ছিঁড়ে যাক পাল ভেঙে যাক হাল
আসুক তমসা ঘোর
সপ্তসিন্ধু পাড়ি দিয়ে তবু আনতেই হবে
নতুন ভোর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ক বি তা সূ চি

নতুন সূর্যের প্রতীক্ষা ৯
আমার সবুজ বাংলা ১০
জাগ্রত বর্ণমালা ১২
মাতৃভাষা ১৩
বৈশাখ ১৪
কবির উড়াল ১৫
স্বপ্নের প্রান্তর ১৬
অদৃশ্য হ্যাঙ্গার ১৮
সাঁতার ১৯
দুর্দিন ২০
স্বপ্নবৃষ্টি ২১
বীতস্বর ২২
স্বদেশ আমার ২৩
স্বপ্নের সানুদেশ ২৪
২৬ শরবিদ্ধ কালের কৌশল
২৭ প্রতিবিম্ব
২৮ আবহ
২৯ সাহসের সাম্পান
৩০ আধেক মানুষ
৩১ নজরুল
৩২ কপোতাক্ষর বাঁকে
৩৩ কালের সাথে
৩৪ শরৎ আসে
৩৫ এই বাংলা আমার
৩৬ আমাদের নাওরিন
৩৭ আশার চর
৩৮ ফুলের মেলা
৪০ তুমিও পারবে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নতুন সূর্যের প্রতীক্ষা

অনেক ব্যর্থতা আছে, বহুস্তর গ্লানি,
তবুও জীবন থেমে থাকে না জানি।
কষ্টের পাপিয়া ডেকে যাক চারদিক–
তিমির বিদীর্ণ করে সূর্য ওঠে ঠিক।
বেদনা!–এ শুধু হৃদয়ের সুপ্ত ক্ষত
বাতাসের মতো বয়ে যায় অবিরত!–

বহু অপ্রাপ্তির মাঝে তবুও হৃদয়
বেগবান। আমৃত্যু সে চির চলমান।
অস্থির সময়ে তার স্বপ্নীল উদয়
যদি হয়–তাহলে তো এই বহমান
জীবনই পূর্ণ হয়! অন্ধকার শেষে–
আবারো দাঁড়াতে পারি মানুষের বেশে!

তাহলে কিসের কষ্ট, কিসের শূন্যতা?
সামনে নতুন সূর্য–দীঘল পূর্ণতা ॥

২৪.১২.২০০৭

www.pathagar.com

আমার সবুজ বাংলা

এসো, এইখানে ঘন হয়ে বসি–
ছায়া তরু হিজল তমালের নিচে
অনেক সূর্য আর সন্ধ্যার রঙ মিলেমিশে গড়েছে যেখানে
বহু বর্ণিল এক চিত্রল প্রাণবন্ত ছবি।
যে ছবি আঁকতে পারে না কেউ।

এসো, এইখানে বসি
যেখানে আকাশ নুয়ে পড়ে কখনো
সাতরঙা রঙধনুর টানে
যেখান থেকে বয়ে গেছে আলপথ দিগন্তবিদারী মাঠের দিকে
সবুজাভ প্রান্তরে।

যেখানে নদীগুলো বয়ে যায় কুলুকুলু অবিরত
যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে মায়ের স্নেহের মত জোসনার দ্যুতি
পাখির কলরবে কখনো বা সরব হয়ে ওঠে
ঘন পল্লবিত আম কিংবা বটের শাখা।

এসো এইখানে বসি–
ঝির ঝির নিটোল বাতাস যেখানে উপমিত তালপাতার হাতপাখা
কৃষকের ভারী পা যেখানে এঁকে যায় নন্দিত শিল্পকর্ম
যেখানে হালের বলদ দিনভর স্বপ্ন এঁকে যায়
রুক্ষ মৃত্তিকার সুকঠিন বুক চিরে ,

এসো, এইখানে বসি –
এ আমার শান্ত দিঘির মত হৃদয় জুড়ানো মায়াবী দেশ–
শিশির ধোয়া মায়ের কোমল আঁচল
অগণিত স্বপ্ন আর প্রগাঢ় প্রশান্তির প্রস্রবণ
মুহূর্তের চাতকী শিহরণ

এ আমার দেশ–
বৈশাখের প্রথম বৃষ্টির মত প্রতীক্ষিত সঘন দৃষ্টির কাঁপন
শত স্মৃতি বিস্মৃতির ইতিহাসে মোড়ানো এক বর্ণিল আকাশ
সবুজ ঘাসের গালিচাসমৃদ্ধ এদেশ যেন আমার
পবিত্র জায়নামাজ।

www.pathagar.com

এসো এইখানে বসি–
সরল মানুষের মায়া মমতা আর ফুলের সৌরভ
মায়ের শীতল চাহনী, পিতার স্নেহ আর বোনের আদর
নির্মল বাতাস, সোনালী-সবুজ ধানের ক্ষেত
অজস্র পুকুর , দিঘি হাওড় বিল খাল নদী–
সব মিলে আমার এদেশ–
বহু মোহনার সংযোজন
গর্বিত শিল্পসম্ভার
শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীও যে ছবি আঁখতে অক্ষম
সে আমার দেশ–
এসো, এখানে আরও ঘন হয়ে বসি
দেখো , কি এক মোহনীয় ভঙ্গিতে বয়ে চলেছে
সহস্র স্বপ্ন বুকে
সুমধুর কলগুঞ্জনে
বহমান কপোতাক্ষ আর বঙ্গোপসাগরের মত।...
এসো, এইখানে-
এসো আরও ঘন হয়ে বসি।

www.pathagar.com

জাগ্রত বর্ণমালা

এ আমার হাজার বছরের প্রবীণতম
সদা জাগ্রত বর্ণমালা–
শস্যভার ক্ষেতের সৌরভ, সবুজের সমারোহ
গন্ধরাজ সন্ধ্যার তন্ময়, জোনাকির উৎসব
স্রোতস্বিনী নদীর কলতান , ঢেউ টলোমল পদ্মদিঘি
মৃত্তিকার সুতীব্র অহংকার।

এ আমার গৌরবান্বিত বর্ণমালা-
অশেষ সংক্ষোভ, সংগ্রাম আর
অনি:শেষ স্বপ্নের প্রান্তর।
এ আমার সবুজ পল্লবে ঢাকা দোয়েলের শিস
রাখালের মুক্তকণ্ঠের সুর, ভাটিয়ালি মুখর সঙ্গীত,
পাখির প্রশান্ত নীড়,
এ আমার লাঙলের ফলা , হাওয়ায় ফেঁপে ওঠা
গহনা নৌকার বাদাম ,
কুমোরের সুনিপুণ কারুকাজ ;
আমার প্রিয় বর্ণমালা।

আমার প্রিয় বর্ণমালা
কখনো শালবৃক্ষের মতো সুদৃঢ়
আবার কখনো বা মায়ের মায়াবী আচঁল।

এ আমার নিত্যকার উচ্চারিত দীপ্ত বর্ণমালা–
যেন তারাখচিত অনেক আকাশ,
অগণিত শুভ্র মহাদেশ।
প্রতি মুহূর্তের অনুভবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত
এক নান্দনিক শিল্পসম্ভার,
আমার প্রিয় বর্ণমালা –
সর্বকালের অবিনাশী গর্বিত অলংকার!

www.pathagar.com

মাতৃভাষা

শব্দের চেয়েও দ্রুত গতিসম্পন্ন যা
তার নাম–ভাষা।
ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে
আন্তর্জাতিকতার আকাশ স্পর্শ করে যায়
নিমিষেই।

সমুদ্রের তরঙ্গমালার ভাষা আছে।
আছে নদীরও।
নিস্তব্ধতা–সেওতো দাঁড়িয়ে থাকে
ভাষার প্রতীকে!

সকল রোদন কিংবা উচ্ছাস
যে কলগুঞ্জন সৃষ্টি করে আমার ভেতর–
সে কেবল ভাষা।
মূলত ভাষা আমার মা–কুলসুম ওয়াজেদ।
ভাষা আমার বোন–মোরশেদা শেলী।
ভাষাই আমার আত্মজা–নাওশিন এবং
নাওরিন মুশতারী!

একমাত্র ভাষারই কোনো রোদন শোনা যায় না!

বিরহ-বিলাপে, বেদনা-বিষাদে মানুষের জন্য
ভাষার চেয়ে এমন আর কে আছে
সর্বসহা আশ্রয়দাত্রী!

১৪.১.২০০৮

www.pathagar.com

বৈশাখ

বৈশাখের সাথে ওড়ে দাবদাহ বাতাসের হাঁস,
ফলভার বৃক্ষরাজি তবু যেন কালের সম্রাট !
দিগন্তের বুক চিরে ফালা ফালা ফাটল বিরাট–
তবু আশা-নিরাশার কোল ঘেঁষে কৃষকের বাস!

বিশুষ্ক বাতাসে দোলে ধুলোবালি আশঙ্কার বুক
বিস্তৃত প্রান্তর,নদীর কিনার কেবলই ধুধু–
দিগন্তব্যাপী বৈশাখী ঝড়! কাঁপে দীর্ণ গৃহ শুধু
উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা! বেড়ে যায় বুকের অসুখ!

ঝরে যায় জীর্ণ পাতা ছিঁড়ে যায় নাওয়ের পাল,
কেড়ে নেয় সূর্য-তৃষা, কাঙ্ক্ষিত সবুজাভ দৃষ্টি
দূরে চলে যায় বহু প্রতীক্ষার বৈশাখের বৃষ্টি–
হাতের মুঠোয় ঘোরে কামালের পরিশ্রান্ত হাল।

তবুও আসে বৈশাখ মুছে দিতে যাতনার ভার,
নওল বৃষ্টিতে খুলে দেয় বিপুল স্বপ্নের দ্বার ॥

২৩.৩.২০০৭

www.pathagar.com

কবির উড়াল

মানুষের কোনো ডানা নেই।
কিন্তু একজন কবি কি করে ডানাহীন হবে?
কবির তো পাখা বা ডানা না হলে চলে না!

একজন কবি–
কবি বলেই তাকে হতে হয় বাতাস কিংবা বুরাকের চেয়েও গতিসম্পন্ন।
নভোচারি যে গ্রহে পৌছুতে অক্ষম
সমুদ্র-নাবিক কিংবা ডুবুরি যেখানে পৌছুতে পারে না –
একজন কবিই কেবল পারেন মুহূর্তেই সেখানে পৌছে যেতে।
কবির গতি এবং দৃষ্টির কাছে সময় কিংবা কালও পরাজিত।
কবিকে যিনি এত গতিসম্পন্ন এবং স্বচালিত করেছেন
তিনি প্রজ্ঞাবান এবং সকল শক্তির আধার।
তাঁর জন্যই কেবল আমার প্রশংসা এবং তাবৎ সিজদা।
বিশাল সমুদ্র কিংবা গ্রহান্তর ভেদ করে যেখানে পৌছে যাই
সেখানে শক্তিমান এক মহান সম্রাটের বিচিত্র সৃষ্টির
অপার রহস্য ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।
আমার সিজদাবনত দৃষ্টি সেখানে আছড়ে পড়ে।
একজন কবি আর কতুটুকুই বা উড়তে পারে!
এখন নিজেকে মনে হয় ছোট্ট বুদ্‌বুদের মতো
কিংবা তার চেয়েও অতি তুচ্ছ ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র!

আর আমার কম্পিত ঠোঁটে কেবল উচ্চারিত হতে থাকে –
'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ
ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।'
'ইন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদির!'

২২.৯.২০০৬

www.pathagar.com

সপ্নের প্রান্তর

১.
ছিঁড়ে যাক পাল ভেঙ্গে যাক হাল আসুক তমসা ঘোর
সপ্ত-সিন্ধু পাড়ি দিয়ে তবু আনতেই হবে নতুন ভোর।
২.
সমুদ্রকে যে নামেই ডাকি না কেন, সে তো সমুদ্রই।
সে জেগে ওঠে আমার ডাকে আড়মোড়া ভেঙে।
সবুজ-শ্যামল এই প্রাণপ্রিয় দেশটিকে যখনই ডাকি
তখনই সে আমার মায়ের আঁচলের মতো পরশ বিছিয়ে
বুলিয়ে যায় মমতাঘেরা অপার আদর
এ আমার সবুজ বাংলার গর্বিত বৈভব !
পর্বত শিখরে যার নাম দীপ্তিময় -
পদ্মা-মেঘনা-কপোতাক্ষ যার নামে ঢেউ জাগে অবিরত
পাখির কলগুঞ্জনে মুখর হয় যার নামে–
সে আমার অজস্র স্বপ্নের বাঁক–সবুজ বাংলা।
আমার অনুভব , প্রগাঢ় প্রশ্বাস, সকল স্বপ্ন কিংবা ব্যাকুলতা –
সে কেবল এই সবুজ জমিনের প্রতিটি প্রোজ্জ্বল হৃদয়ের
শিহরিত স্পন্দন।
ঐ হৃদয়গুলো বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা
হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ এবং
কখনো বা নয়নাভিরাম সুন্দরবন।
প্রতিটি হৃদয়ই সীমানার একেকটি সুদৃঢ় পিলার।
যে হৃদয় থেকে বিশ্বাসের আলো প্রবাহিত হয়
এবং যে ফুঁসফুঁস বিশ্বাসের সুবাতাসে
ফুলে ফেঁপে হয়ে ওঠে বিশাল বাদাম
সেই হৃদয়কে পরাজিত করে কে?

তাদের প্রতিটি নি:শ্বাসের সাথে প্রবাহিত হয় বাতাস ও বারুদের গন্ধ !

আমার প্রতিটি উচ্চারণ এবং প্রতিটি বর্ণ–সে কেবল
সমূহ আলোকের জন্য।
আমি একটি সবুজ স্বপ্নিল প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষায় রত
ঘুমের মধ্যে কিংবা জাগরণে
সকল সময় ডাকতে থাকি –

www.pathagar.com

এসো , আলোকিত প্রভা!
এসো, শিলাদৃঢ় মাস্তুল!–
আমরা একই কলস্বরে জাগিয়ে তুলি আমাদের স্বপ্নের প্রান্তর ।

আমাদের সম্মিলিত ডাকে একদিন জেগে উঠবে সমগ্র পৃথিবী
এবং গ্রহলোকের প্রতিটি ঘুমন্ত স্তর।
এ আমার স্বপ্নিল সবুজ বাংলা–
কোনো তস্করের করাঘাতও তার কানে প্রবেশ করে না।
কেন সে তস্করের ডাক শুনতে চাইবে?

২১.৯.২০০৬

www.pathagar.com

অদৃশ্য হ্যাঙ্গার

আজ আর কোনো কিছুতেই মন বসছে না।
কখনো বা মনকেই খুঁজে পাচ্ছি না–
না নিজের ভেতর, না অন্য কোথাও।

উদাস দৃষ্টিতে বসে আছি নিশ্চুপ।
বসে আছি, নাকি আদৌ আমি আর আমি নেই–
তাও বোধের বাইরে।

তবুও কে যেন চুপে চুপে বলে গেল–
'আজ বাগানটা ভরে গেছে ফুলে ফুলে
কোকিলও দেখেছি বাঁশবাগানে
কিন্তু তার ডাক শুনিনি!'.....

আমি তার কথাগুলো শুনলাম।
কে সে? জানি না।
তার কথার কোনো অর্থও বুঝতে পারলাম না।
কেবল কাশফুলের মতো সাদা আকাশের দিকে
তাকিয়ে থাকলাম, নির্বাক।
পকেটছেঁড়া জামাটি ঝুলে আছে, হ্যাঙ্গারে
কি জানি কতদিন, কতকাল।
নাকি আমিই ঝুলে আছি অদৃশ্য হ্যাঙ্গারে
জনম অবধি!

এখন ভাবছি–
আহ্, যদি মৃত্তিকা হতে পারতাম!
কিংবা অন্তত একটি আকাশ!....
২২.১.২০০৮

www.pathagar.com

সাঁতার

নদীর স্রোতের মতো বহমান কালের বুকে
আমি এক হাল ভাঙা মাঝি।
কণ্ঠটাও বসে গেছে।
তবুও বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে
কাল-কালান্তরের বেদনা-বিষাদের ঢেউ।

কে শোনে আমার গোঙানি!
কে আর আমার জন্য প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে!

বাতাস এবং বারুদের তড়পানিও আজ
হার মেনেছে কালের কাছে।
ছোট্ট একটি তালের ডোঙা নিয়ে কিভাবে
সমুদ্র পাড়ি দেবার স্বপ্ন দেখবো?

তবে কি আমি কোনো অনাহুত আগন্তুক!

মহাকালই কেবল সাক্ষী–
ফাল্গুন এলেই আমি কোকিলের ডাক শোনার
প্রতীক্ষায় না থেকে বরং চলে যাই কপোতাক্ষর বুকে
আর ভাঙা গলায় ডেকে উঠি–
মা, মাগো!
আমি এই নদী, মৃত্তিকা, প্রকৃতি এবং
অজস্র প্রলয় ও প্রহসনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা
তোমারই সন্তান–
প্রকৃত অর্থে যে এখনো সাঁতারই শেখেনি!
২৩.১.২০০৮

www.pathagar.com

দুর্দিন

খরায় ফসল পুড়ে গেলে দেখতে পায় সকলে
ঝরে গেলে বৃক্ষের সবুজ পাতা চোখে পড়ে তাও
বিশুষ্ক নদীর বুক–সেও তো কাঁদায় অন্তর্লোক,
কিন্তু হৃদয়ের কান্না!–সেটা কি দেখতে পায় কেউ?
অন্ধ-বধির যে–সেই আজ মহা আলোকিত লোক!

চারদিকে চলছে এখন দৌড়ের মহোৎসব
কে কার পেছনে ফেলে আগে যাবে, কত দ্রুততর!–
দানবের পায়ে পিষ্ট হোক মানুষের দেহ
তাতে কি বা আসে যায়! লাশের ওপর হোক গেহ–
সেও ভালো!–এমনি দুর্দিনে আছি বড় দুর্বিপাকে।

দানবের জন্য শ্রেষ্ঠ কাল! বসে আছে বাঁকে বাঁকে
ওঁৎ পেতে। এসব দেখেই কেঁপে ওঠে কালান্তর!
কে শোনে সে রোদনের হাহাকার, আর্ত চিৎকার!
মানুষ-মানুষ বলে কাঁদে মহাকাল, নিরন্তর ॥
২৭.৭.২০০৮

www.pathagar.com

স্বপ্নবৃষ্টি

নিতান্তই উদাসভাবে একমুঠো বৃষ্টি নিয়ে
খেলছিলাম।
মুঠো খুলতেই দেখি হাতের তালুতে একটি
রূপোলি ডিম।
হাতের তালুটা আবার বন্ধ করলাম
এবার অনুভব করলাম
মুঠোর ভেতর কি যেন নড়াচড়া করছে।
মুঠো খুলতেই দেখি
এক আশ্চর্য কবুতর ফুড়ুৎ করে উড়াল দিল।
আমি ঘুমের মধ্যেই বাঁকড়া বাঁকড়া বলে
তার পিছে ছুটলাম।–
বৃষ্টি আমাকে আর ভেজাতে পারলো না,
বরং অমিই বৃষ্টিকে ভিজিয়ে দিলাম।

১৪.৪.২০০৮

www.pathagar.com

বীতস্বর

আমাদের একদা নদী ছিল
যার স্রোতস্বিনী কলধ্বনির
আমি ছিলাম মগ্ন শ্রোতা।

আমাদের একদা বিহঙ্গ ছিল
যাদের কলগুঞ্জনে মুখরিত হতো
আমার তাপিত হৃদয়।

আমাদের একদা বৃক্ষ ছিল
যার ছায়াতলে শীতল হতো
আমার তৃষিত প্রাণ।

আমাদের একদা সবুজ ছিল
যার স্নিগ্ধতায় জড়িয়ে থাকতো
আমার স্বপ্নভাসা দৃষ্টি।

সেসব আজ কোথায় গেল!

এখন কোথাও নদী দেখি না!
কোথাও বিহঙ্গ দেখি না!
কোথাও বৃক্ষ দেখি না!
কোথাও দেখি না আর স্বপ্ন-সবুজ!

এ কোন্ বিরাণ ভূমির পাদদেশে
দাঁড়িয়ে আছি!
কোন্ দ্রাঘিমায়!

২.১১.২০০৭

www.pathagar.com

স্বদেশ আমার

বাতিটা নিভিয়ে দেই?
রাত অনেক হয়েছে!...

না! এখনো অনেক কাজ।
হাতে সময় কম।
আহ! দেখছো না
বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপর মাকড়সার জাল!
ওটাতো আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে।

তুমি ঘুমুতে যাও।
আমার স্বদেশ আমাকে আর বোধ হয়
ঘুমুবার সুযোগ দেবে না।

১৮.৮.২০০৮

www.pathagar.com

স্বপ্নের সানুদেশ

বাতাস কি দেখা যায়? কেবল তার উষ্ণ কিংবা শীতল অস্তিত্বই
অনুভব করা যায়।
ঠিক তেমনি হৃদয়ের শোক তাপ কিংবা বেদনাও থেকে যায়
স্পর্শের অতীত।
একমাত্র আদগ্ধ ব্যক্তি ছাড়া সেটা অনুভব করতে পারে না কেউ
এমন কি রং বর্ণ এবং গন্ধহীন বলে
তার খরদাহ থেকে যায় অন্যের অনুভবের বাইরে।

হৃদয়হীন মানুষ আর পাথরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

যাদের হৃদয় আছে তাদের বুকের ভেতর থেকে উত্থিত
তাপদগ্ধ হাহাকার ধ্বনি বাতাস ভেদ করে পৌঁছে যায়
অসীম গোলকে।
এ আমার স্বপ্নের দেশ।–
ঠিক যেন আমারই হৃৎপিণ্ড!
এখন আমি অনুভব করতে পারি তার বুকের তড়পড়ানি
আর এক বেদনার্ত গোঙানি।
তাহলে আমি কিভাবে সুস্থির থাকতে পারি!
কিভাবে লিখতে পারি প্রেম কিংবা বিলাসী কবিতা?

না, আমার দেশ যখন আমারই হৃৎস্পন্দন তখন সে কেনই বা আমাকে এমনি
দাহন বেলায়
সুস্থ মানুষের মতো নির্বিঘ্নে ঘুমুতে দেবে!

বস্তুত স্বদেশ এবং কালই এখন আমাকে মরু প্রান্তরের
যাযাবরের মতো দাবড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।
আর আমি শতছিন্ন অনিশ্চয়তার তাঁবু থেকে আমার
হরিৎ ফসলে ঘেরা সবুজ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে
কি এক সুতীব্র স্বপ্নাবেগে উচ্চারণ করছি –
হে সবুজ প্রান্তর, সাক্ষী থাকো–
হে বঙ্গোপসাগর, কপোতাক্ষ, সাক্ষী থাকো–
হে বিহঙ্গ ও পতঙ্গরাজি, সাক্ষী থাকো –
হে নভোমণ্ডল ও গ্রহানুপুঞ্জ-সাক্ষী থাকো –
আমি এই সবুজ মৃত্তিকারই এক অধঃস্তন কবি –
যে মাতৃদুগ্ধের ঋণের মতো স্বদেশের দায়ভারও সমান বয়ে বেড়াচ্ছে।

www.pathagar.com

আর আমার সকল উচ্চারণ তো এখন কেবল তাঁরই জন্য সমর্পিত
যিনি এমন একটি শস্যময় পলি-উর্বর ভূ-খণ্ডের অধিবাসী করেছেন আমাকে।
অতএব কেবল সেই মহান শাহেনশা'র জন্যই আমার তাবৎ কৃতজ্ঞতা এবং অঙ্গীকার।
তবে কেন একজন অনুগত বান্দার মতো আমার ঠোঁটেও উচ্চারিত হবে না –

"ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া
ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন!"

হে প্রভু!
আমি তো আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি –
অতএব এর বিনিময়ে আপনি আমার স্বদেশ ভূমিকে
বাজের নখর থেকে রক্ষা করুন এবং
স্বপ্নের সানুদেশে পরিণত করুন।

এর বেশি আপনার কাছে আমার আর কিছুই চাইবার নেই।
২৫.১২.২০০৬

www.pathagar.com

শরবিদ্ধ কালের কৌশল

বন্ধুর পথকে অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছুতে হলে
প্রথমেই শেখা প্রয়োজন
সময় কিংবা কালকে শরবিদ্ধ করার শিল্পীত কৌশল।

যে পথ চেনে না – তাকে পথ দেখানো যায়।
কিন্তু যে পথ চিনেও ভুল পথে হাঁটে–
তাকে পথ দেখাবে কে ?

পাখির কলরবকে যে মনে করে বন্য বরাহের চিৎকার
আর জোছনার প্লাবনকে মনে করে শবের কাফন–
তাকে বধির বা দৃষ্টিহীনের সাথে
তুলনা করা চলে না।

জ্ঞানপাপী সকল সময়ই দিকভ্রষ্ট এক ভয়ংকর তস্কর!

ঝড় কিংবা ঝঞ্ঝা আসুক–
তবুও প্রকৃত নাবিক কখনো পরাজিত হয় না।

প্রকৃত অর্থে মানুষ তো সেই –
শত প্রতিকূল কিংবা প্রবঞ্চনার বিপরীতে যে
দাঁড়িয়ে থাকতে পারে হেলে না পড়া
সুদৃঢ় শালবৃক্ষের মতো।

সময় কিংবা কালকে শরবিদ্ধ করার কৌশল
আয়ত্তে আনতে হলে প্রয়োজন –
কম্পাসের মতো প্রথমেই সুনির্দিষ্ট দিক নির্ণয় করা।

www.pathagar.com

প্রতিবিম্ব

বৃক্ষের শরীর থেকে ঝরে যায় বয়সী বাকল
ঝরে পাতা, নীরব-নি:শব্দে ঝরে জীবন শিশির।
বেড়ে যায় উৎকণ্ঠা, আবেগমথিত অশ্রুদল,
তবুও নি:শঙ্কে ফোটে কত শত শুভ্র উৎপল!

বেদনারও বয়স থাকে, থাকে বটে আবেগের।
প্রতিশ্রুত পরিসীমা গড়ালে সময়, অত:পর–
মুমূর্ষ মুহূর্ত, কাল-মহাকাল সব ধূসর-অতীত!
বড় দু:সময়ে মৌমাছিও ছোটে পুষ্প-বিপরীত।

কে আর দেখতে চায় দুর্বিপাকে বিচূর্ণ বিলয়!
নদীও ফেরায় গতি, স্রোতধারা ভাটির দেমাগে
প্রলম্বিত সূর্য ঢাকে মুখ ঘন মেঘের আঁচলে
শুধু মৃত্যু–হেঁটে চলে সন্তর্পণে আদিম আদলে।

আসুক নতুন ঋতু–তবুও নতুন কি বা আছে!
বিস্ময়ী মানব বটে!–পাক খায় প্রলয়ের মাঝে।

২৭.১১.২০০৮

www.pathagar.com

আবহ

ঝিম ধরে বসে আছি একা
সংগোপনে ঝরে যায় বেদনার বৃষ্টি
ঝিম ধরে বসে আছে দেশ,মহাদেশ
ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবী;
নিভে আসে চোখের দৃষ্টি
কোথায় হারিয়ে গেল সবুজাভ স্বপ্নাবেশ!

ঝিম ধরে বসে আছি কপোতাক্ষর বাঁকে
আকাশে জমেছে বহুস্তর মেঘ
ঘন আঁধারে বেড়ে যায় সকম্প উদ্বেগ
সহসা পেছন থেকে কে যেন ডাকে!–
কে ডাকে,কে ডাকে! এ কার শব্দ–
কোন্ গতি-প্রবাহের !
অজস্র বিলয়ের মাঝে আশাভরা ডাক শুনি
এক নতুন আবহের।

৩১.৮.২০০৮

www.pathagar.com

সাহসের সাম্পান

বিশ্ব যেখানে দ্রুত চলমান, যে বেগবান গতি
তার সাথে ছুটে চলার সঙ্গতি
কোথায় আমার?
আমার তো নেই তেমন হাওয়ার গতি!
কবি আমি, শুধু কবি
সাধারণ অতি।

তবুও সময়ের চাকা বদলে দিতে পারি,
তুমিও পারো বটে
হে দু:সাহসী নারী!

৬.২.২০০৯

www.pathagar.com

আধেক মানুষ

ওমা, একি!–
হঠাৎ দেখি–
আধেক মানুষ পড়ে আছে
আধেকটা তার পাশেই নাচে
আধেক মাথা ঝাঁকিয়ে তবু
করছে লেখালেখি!

দেখেই আমার কম্ম কাবার
আধেক মানুষ! একি আবার!–
লম্বালম্বি দু'ভাগ মানুষ
হাঁটছে জোরে সেকি!

ভূতও নয় প্রেতও নয়
নয়তো ছবির মেকি,
সত্যিই আধেক মানুষ, ওমা!–
রাত-বেরাতে দেখি!

১২.১১.২০০৮

www.pathagar.com

নজরুল

শত ঝঞ্ঝা- বিক্ষুব্ধ বৈরী বাতাস
কিংবা নির্বাক-নিস্তব্ধতার ভেতর কেবল
নজরুলকেই মনে পড়ে।

ফেনিল তরঙ্গমালাকে মুঠোয় ভরে
তিনি কিভাবে সাঁতার কেটেছিলেন হাঙরভরা সমুদ্রে!
কিভাবে ভ্রুক্ষেপহীনে ছুটে চলেছিলেন ঝড়ের বিপরীতে!
ভাবতেও অবাক লাগে!

আজ যখন সমুদ্র উত্তাল
যখন ঝড়ের তাণ্ডব, ভাঙ্গনের কোলাহল
চারদিকে যখন কেবল ধ্বংসের আয়োজন–
ঠিক এই সময়–নজরুলের বড় বেশি প্রয়োজন।

নজরুল ছাড়া এমন দু:সহ কাল কিংবা শৃঙ্খলিত প্রহর
আর কে সাহস করে
ভাঙ্গতে পারে!

১৮.৫.২০০৮

www.pathagar.com

কপোতাক্ষর বাঁকে

কপোতাক্ষর বাঁকে–
আমার মনটা পড়ে থাকে ॥

সোনার বরণ ধানের শিষে
বাতাস খেলে চায়,
গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি
মুগ্ধ চোখে যায়।
সকাল-সাঁঝে ঝোঁপের মাঝে
হাজার পাখি ডাকে
কপোতাক্ষর বাঁকে–
আমার মনটা পড়ে থাকে ॥

সবুজ-শ্যামল গাঁ যে আমার
সরল সহজ মুখ,
চাষীর বুকে ঢেউ খেলে যায়
ছয়টি ঋতুর সুখ।
ঝড়-বাদলে মাঝিরা সব
নৌকা আঁকড়ে থাকে,
কপোতাক্ষর বাঁকে–
আমার মনটা পড়ে থাকে ॥

দূর দিগন্তে যায় ভেসে যায়
রাখালিয়া সুর,
তাদের গানে মন যে ভরে
ক্লান্তি করি দূর।
মায়ায় ঘেরা গাঁ-টি আমার
জড়িয়ে আছে মাকে,
কপোতাক্ষর বাঁকে,
আমার মনটা পড়ে থাকে ॥

www.pathagar.com

কালের সাথে

কালের সাথে খেলছি খেলা
কালের সাথে খেলছি
হাওয়ার বুকে মেলছি ডানা
হাওয়ার বুকে মেলছি।
মহাকাশের মাঠ পেরিয়ে
ছুটছে তাজি ঘোড়া
লক্ষ্য যে তার সুদূর সবুজ
লক্ষ্য ভুবন জোড়া।
কালের পিঠে নাম লিখেছি
রক্ত-রেখার নাম
টাকা দিয়ে যায় না দেয়া
সেই সে কালির দাম।
নাম লেখাতে ঘাম ঝরেছে
লাল হয়েছে নদী
সাঁতার তবু কাটছি বটে
কাটছি নিরবধি।
নাম লিখেছি মাটির বুকে
ঘাসের বুকে আর–
আমার পায়ের চিহ্নগুলো
স্বপ্ন-জয়ের দ্বার।
কালের সাথে খেলছি শুধু
কালক্রমের খেলা
খেলতে খেলতেই কালের পিঠে
হারিয়ে গেল বেলা !

১৬.৯.২০০৮

www.pathagar.com

শরৎ আসে

ঐ আকাশে যায় যে ভেসে
শরৎ মেঘের ভেলা,
কাশের ফুলে দুলে দুলে
করছে হাওয়া খেলা।

শরৎ শিশির সেওতো নিশির
দুপুর বেলায় ঝাঁঝ,
মাঠের গরু আর ভেজে না
সকাল কিংবা সাঁঝ।

পুকুর পাড়ে ঝোপের আড়ে
ঝিঁঝি পোকার ধুম,
জোনাক জ্বলা এমন রাতে
ঘুম আসে না ঘুম!

শরৎ আসে রাণীর বেশে
ময়ূরপংখি চেপে
ঢেউ টলোমল পদ্মদিঘি
উঠছে কেঁপে কেঁপে ॥

www.pathagar.com

এই বাংলা আমার

এই বাংলা আমার বাংলা সবুজ পরিপাটি
ফুল ফসলে নুয়ে পড়া গন্ধে ভরা মাটি ॥

পাখ-পাখালির গানে গানে
ঢেউ ছল ছল নদীর টানে
সবুজ ঘাসের নরম বুকে ভোর বিহানে হাঁটি ॥

আমার দেশের হাজার ফুলে
ভ্রমর বসে দুলে দুলে
গন্ধে আকুল মন শিহরণ সোনার চেয়েও খাঁটি ॥

ভোরের বাতাস নিটোল আকাশ
হৃদয় ভরে তোলে
প্রাণে প্রাণে হাজার গানে
সুরের বেহাগ দোলে।

দোয়েল কোয়েল বকের সারি-
রং ধনু রং বাহারি–
ছুটে চলে আপন বেগে জাগিয়ে স্বপন কাঠি।
এই বাংলা আমার বাংলা সবুজ পরিপাটি ॥

www.pathagar.com

আমাদের নাওরিন

আমাদের নাওরিন–
বড় হচ্ছে দিন দিন।
দুষ্টুমিটা বেড়ে যাচ্ছে
হাতের কাছে যাই পাচ্ছে
তাই নিয়ে রাত-দিন
খেলে যাচ্ছে নাওরিন।

আমাদের নাওরিন–
নাচে আবার রিনঝিন !

মোবাইলটা পেলে পরে
ঝটপট কানে ধরে–
হ্যালো-হ্যালো-মিছে মিছে
ছোটে কেবল কথার পিছে।

মুখে কথার খই ফোটে
হাসিটাও ঝোলে ঠোঁটে
কাজ নিয়ে রাত দিন–
ব্যস্ত ভীষণ নাওরিন।

আপুটার বই-খাতা
তার যেন রঙিন ছাতা!
কলম নিয়ে লিখে চলে
হাবি-জাবি-লেখার ছলে
আঁকি-বুকি করেই শেষ–
বলে এটা-'বাংলাদেশ'!

আমাদের নাওরিন–
বড় হচ্ছে দিন দিন।...

১৬.১১.২০০৭

www.pathagar.com

আশার চর

ঐ জেগেছে স্বপ্নবুকে নতুন আশার চর
কে কে যাবি আয় ছুটে আয় গড়তে সবুজ ঘর।
চর জেগেছে স্বপ্নবুকে চর জেগেছে ঐ
চোখের তারায় ফুটছে কত সোনাধানের খই!
খই ফুটেছে মৌ ছুটেছে নতুন চরের বুকে
বনপাপিয়া যায় ডেকে যায় আলতো মাথা ঝুঁকে।
নতুন চরের খোঁজ পেয়েছে নাবিক-সেনা দল
সেই সে দলে শামিল হতে জলদি করে চল্।
ঐ জেগেছে স্বপ্নবুকে নতুন আশার চর
সেই চরেতে আমরা সবাই গড়বো সবুজ ঘর।

২৬.৮.২০০৮

www.pathagar.com

ফুলের মেলা

আয়রে আমার কচি প্রাণের
ফুলের মেলা,
তোদের সাথে ভাব জমিয়ে
কাটবে বেলা।
অনেক হাসি অনেক খুশি
অনেক খেলা,
আয়রে আমার হাসনাহেনা
ফুলের মেলা।

যেসব কথা হয়নি বলা
কালকে রাতে,
যেসব মালা হয়নি গাঁথা
সবুজ হাতে-
সেসব কথার মালা গেঁথে
কাটবে বেলা,
আয়রে আমার কচি ঘাসের
ফুলের মেলা।

এমন দিনে সুবাসহীনে
যায় না থাকা,
বন্ধু ছাড়া সবই যেন
বেজায় ফাঁকা।
আয়রে ফুল আয়রে পাখি
সবাই মিলে,
তাড়িয়ে দেই চমকে দেই
ঘুমের পিলে।
নতুন দিনে নতুন খেলায়
কাটবে বেলা,
আয়রে আমার শিউলি ফোটা
ফুলের মেলা।

www.pathagar.com

সাগর নদী পাহাড় যদি
টপকে যাই,
তবু তোদের রঙের বাহার
দেখতে পাই।
তাইতো তোদের নিত্য ভোরে
ফুটতে হবে
নতুন সূর্য নতুন আলো
লুটতে হবে।
সকল কাজে মনের মাঝে
আলোর খেলা–
খেলতে হবে আয়রে আয়
ফুলের মেলা।

আর দেরি নয়–যায় বয়ে যায়
কাজের বেলা,
আয়রে ছুটে গোলাপ-জবা
ফুলের মেলা ॥

www.pathagar.com

তুমিও পারবে

নূরু করেছে শুরু দীর্ঘ পথ হাঁটা
জ্যোতি জানেও যদি পথে আছে কাঁটা।–
তবু পথ পাড়ি দেয় সাহসে বাঁধে বুক
বুবু বলেন হেসে, পারলেই পেয়ে যাবে সুখ।

দুখু দেখে না চোখে, লোকে বলে অন্ধ
লেমু ল্যাংড়া বলে ল্যাদা করে সন্দ–
তবু কি তাদের কাজ রয়ে গেছে বন্ধ !
যদু যাই বলুক পেরে ওঠা নয় কোনো মন্দ।

টাকু যদি টাক হয় টাক কি আর টাকা ?
হাটুরে হাঁটে কি পথ দেখে আঁকা বাঁকা ?
তপু পারেনি বলে তামাশা করেছে তপন
বাবু তাই বেঁধেছে বুকে বিশাল স্বপন।

মনুতো মনের জোরে হারালো অভীরে
দেহে নয়– শক্তি থাকে মনের গভীরে।
হারু হেরেছে বলে তুমি কেন হারবে ?
পারু পেরেছে জানি– তুমিও পারবে ॥

২২.৯.২০০৮

www.pathagar.com